সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৫৮
WEEKLY BOOKLET:358

আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনার সফর ১৯৮০ থেকে প্রত্যাবর্তন

মদীনার আদব ০৩
তুমি যাচ্ছো না, আসছো ১৪
মদীনার স্থায়ী ভিসা লাগানোর অঙ্গীকার ১৫
মদীনা থেকে ফিরে আসা লোকদেরকে বলার বার্তা ২২

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের
মদীনার সফর ১৯৮০ থেকে প্রত্যাবর্তন

খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে এই "আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনার সফর ১৯৮০ থেকে প্রত্যাবর্তন" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শোনে নিবে তাকে মদীনার বিরহের দৌলত দ্বারা ধন্য করো এবং তাকে কল্যাণ ও নিরাপত্তার সহিত প্রতি বছর মদীনা পাকের হাজিরী নসিব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

যে ব্যক্তি রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহিমান্বিত কবরের সামনে দাঁড়িয়ে এই আয়াতে মুবারাকা একবার পাঠ করলো:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

অতঃপর ৭০বার এরূপ আরয করলো:

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه

www.dawateislami.net

ফেরেশতারা এর উত্তরে এভাবে বলে: হে অমুক! তোমার উপর আল্লাহ পাকের শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করে: হে আল্লাহ পাক! এর কোন প্রয়োজন এমন যেনো না থাকে, যাতে সে বিফল হয়। **(মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ৩/৪১২)**

এ্যয় সায়িলো! আ'জাও অউর ঝুলিয়া ফেলাও
দরবারে রিসালত সে ইনকার নেহী হোতা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনায়ে পাকের ব্যাপারে কী বলে দিলেন?

আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মদীনায়ে পাক থেকে হজ্জের জন্য যাওয়ার পূর্বে বা পরে মদীনায়ে পাকে কেউ বললো যে, যখন হজ্জের মৌসুমে (অর্থাৎ হজ্জের দিনগুলোতে) মদীনায়ে পাক খালি হয়ে যায়, এতে আশিকে মদীনা তাকে সাথেসাথে বুঝালেন যে, এটি কি বলে দিলেন আপনি? মদীনায়ে পাক আর...? প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে তো প্রতি মুহূর্তে ফেরেশতাগণ হাজির থাকে:

সত্তর হাজার সুবহ হে সত্তর হাজার শাম
ইউ বান্দেগী যুলফ ও রুখ আঁটো পাহর কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২২০ পৃষ্ঠা)

সুন্দর শব্দ চয়ন

কথা বলার পূর্বে কিছুক্ষণ থেমে চিন্তা করার অভ্যাস থাকা উচিত আর মদীনা পাকের ব্যাপারে তো এমন সুন্দর শব্দ চয়ন করুন যে, যাতে

www.dawateislami.net

ইশকে রাসূল এবং ইশকে মদীনা ফুটে উঠে। আল্লাহ না করুন যে, আমাদের মুখ থেকে কখনো যেনো এই পবিত্র ভূমির ব্যাপারে কোন অনুপযুক্ত শব্দ বের না হয়। ইতিহাসে আশিকানে রাসূলের মদীনা পাকের সম্মান ও আদবের এমন এমন ঘটনা রয়েছে যে, বিবেক বিস্মিত হয়ে যায়, যেমনটি এক ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় সর্বদা কান্নাকাটি করতো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতো, যখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন সে উত্তর দিলো: একদিন আমি মদীনা তায়্যিবার দইকে টক ও নষ্ট বলে দিয়েছি, এটা বলতেই আমার সম্পর্ক ছিনিয়ে নেয়া হলো (অর্থাৎ মারিফাত ছিনিয়ে নেয়া হলো) এবং আমার উপর কঠিন অবস্থা হলো যে, মাহবুবের শহরের দইকে নষ্ট বলা ব্যক্তি ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখো! মাহবুবের গালির সবকিছুই অতি চমৎকার। **(বাহারে মসনভী, ১২৮ পৃষ্ঠা)**

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বেআদবোঁ সে
অউর মুঝ সে ভি সরযদ না কাভী বেআদবী হো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার আদব

আশিকদের ইমাম, লাখো কোটি মালেকিদের নেতা, হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামনে কেউ বললো: "মদীনার মাটি খারাপ।" এ কথা শোনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোয়া দিলেন যে, একে ত্রিশ বেত্রাঘাত করা হোক এবং কারাগারে বন্দী করে দেয়া হোক। **(আশ শিফা, ২/৫৭)**

www.dawateislami.net

মদীনা সফরের প্রস্তুতি

ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দ্বিতীয় হজ্জের সফরে যখন জেদ্দা শরীফে পৌঁছলেন, তখন জ্বর তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলো, এই অবস্থাতেই মক্কায়ে পাক হাজিরী হলো এবং ওমরা শরীফ পালন করলেন। জ্বর তো যাওয়ার নামই নিচ্ছে না তখন সায়্যিদী আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: জ্বর না যাওয়াতে আমি নবীয়ে রহমত, শাফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরীর ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি এই অবস্থায় মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, মক্কায়ে পাকের ওলামায়ে কিরামগণ যাঁরা তাঁর জ্ঞানের শান ও শওকতে অতিশয় মুগ্ধ ছিলেন, তাঁরা এসে সুস্থ্য হওয়ার পর যেতে বললেন তখন আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইশকে রাসূলে ডুবে যেই বাক্য বললেন তা সোনার কলমে লিখে রাখার মতোই, তিনি বললেন: “যদি সত্য জিজ্ঞাসা করেন, তবে হাজিরীর আসল উদ্দেশ্য হলো তায়্যিবার যিয়ারত, উভয়বার এই নিয়্যতেই বাড়ি থেকে বের হয়েছি।” তাঁরা তবুও জোড় করলেন এবং তাঁর শরীরের অবস্থা তাঁকে জানালেন, তখন তিনি এই হাদীসটি পাঠ করলেন: مَنۡ حَجَّ وَلَمۡ يَزُرۡنِىۡ فَقَدۡ جَفَانِىۡ অনুবাদ: যে হজ্জ করল এবং আমার যিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি জুলুম করল। **(কাশফুল খাফা, ২/২১৮, হাদীস: ২৪৫৮)** ওলামায়ে কিরাম আরয করলেন: আপনি একবার (অর্থাৎ পূর্বের হজ্জের সফরে) যিয়ারত তো করেছেন। সায়্যিদী আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার নিকট হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, জীবনে যতবারই হজ্জ করা হোক, যিয়ারত একবারই যথেষ্ট, বরং প্রতিবার হজ্জের সাথে যিয়ারত করা আবশ্যক, এখন আপনারা দোয়া করুন যে, আমি যেন প্রিয় নবী

www.dawateislami.net

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট পৌঁছে যাই। রাওযায়ে আকদাসে একটি দৃষ্টি যেন পড়ে যায়, যদিওবা তখনই দম বের হয়ে যায়।

(মালফূযাতে আলা হযরত, ২০২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খলিফায়ে আলা হযরত, মাদ্দাহুল হাবীব, মাওলানা মুহাম্মদ জামীলুর রহমান রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন:

ভালা কোন কাবা কো কাবা সমঝতা
জু শাহা না হোতা মদীনা তুমহারা

(ক্বাবালায়ে বখশীশ, ৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি মদীনায় যাচ্ছি

হে আশিকানে রাসূল! কেউ ঘর থেকেই মদীনায় সফরের ইচ্ছা পোষণ করে হজ্জের উদ্দেশে রওনা হলো, তখন কেউ হজ্জে গমনকারীকে জিজ্ঞাসা করলো যে, কোথায় যাচ্ছেন? তখন সে "সেদিকেই যাচ্ছি, যেদিকে মদীনা" বলে। যেমনটি শায়খুল মুহাদ্দিস, হুযুর মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন তার জামে মসজিদ সুন্নি রযবীতে (ফয়সালাবাদ) জুমার বয়ান করতেন, তখন মানুষ দূর-দুরান্ত থেকে তাঁর বয়ান শোনতে এবং তাঁর পেছনে জুমার নামায আদায় করার জন্য উপস্থিত হতো। যেই বছর তার দ্বিতীয়বার হজ্জের সফর ছিল, সেই জুমায় যখন বয়ানের জন্য এসেছিলেন, তখন তাঁর এক ছাত্রকে বললেন: মানুষদের আমার সফরের কথা বলে দাও,

www.dawateislami.net

মানুষ খুশি হবে। যখনই তাঁর হজ্জের সফরের ঘোষণা করা হলো, তখন তিনি তাঁর সেই ছাত্রকে ডেকে বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি ফরয হজ্জ করে নিয়েছি, এবার তো শুধু রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরীর নিয়্যতে যাচ্ছি, এই হাজিরীর সদকায় হজ্জও করে নিবো, তাই এভাবে ঘোষণা করো যে, "আমি মদীনায় যাচ্ছি।"

উস কে তুফেইল হজ্জ ভি খোদা নে করা দিয়ে
আসলে মুরাদ হাজিরী উস পাক দার কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০২-২০৩ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর ফানাফির রাসূলের মর্যাদা অর্জিত ছিল এবং প্রকৃত প্রেমিক তার প্রিয়তম ব্যতীত আর কিছুই দেখতেই পায় না, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো কায়েনাতের মূল উদ্দেশ্য, অতএব আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ তাঁর ইশকে রাসূলের বর্ণনা কিছুটা এভাবে করছেন যে, আমি ঘর থেকে নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হওয়ার জন্য রওনা হয়েছি এবং নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী দরবারের যিয়ারতের বরকতে আমি হজ্জের সৌভাগ্যও পেয়ে গেছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার মতো কিছুই নেই

বিশ্ব জগতের সবচেয়ে সুন্দর শহর হল মক্কা ও মদীনা, এখানে দিনরাত রহমত বর্ষিত হয়, সমগ্র পৃথিবীতে মক্কায়ে পাক ও মদীনায়ে তায়্যিবার মতো বরকতময় এবং সুন্দর শহর নেই। এই দু'টি বরকতময় শহর আশিকানে রাসূলের চোখের আলো এবং অন্তরের প্রশান্তি। পৃথিবীর

www.dawateislami.net

সকল সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি আরবের মরুভূমির প্রতি উৎসর্গীত, মদীনা পাকে ঐ আরাম ও প্রশান্তি, স্বস্তি ও স্থিতিশীলতা রয়েছে, যা পৃথিবীর কোনো শহরে নেই, এই বরকতময় শহরে ঐ মুগ্ধতা রয়েছে, যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই, এই বরকতময় শহর এমন জাঁকজমক, যা পৃথিবীর কোন অংশে নেই। এই বরকতময় শহরটি তো এমন যে, মানুষ তো মানুষ ফেরেশতারাও এখানে বারবার হাজিরীর আকাংখা পোষণ করে। আশিকে মাহে রিসালত, হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

ইয়ে বদলিয়াঁ না হোঁ তো করোড়োঁ কি আ'স জায়ে
অউর বারগাহে মারহামত আ'ম তর কি হে
মা'চুমোঁ কো হে ওমর মে হাজিরী ইকবার বার
আচি পড়ে রাহে তো চালা ওমর ভর কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২২১ পৃষ্ঠা)

শব্দ এবং অর্থ: বদলিয়াঁ - পরিবর্তন। আ'স- আশা। মারহামত - করুণা। আ'ম তর - সবার জন্য। মা'চুম - ফেরেশতা। আচি - গুনাহগার। চালা - ঘোষণা, অনুমতি।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পূর্ববর্তী পংক্তিতে হাদীসে পাকের বিষয়বস্তু বর্ণনা করে লিখেন যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী কবরে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় সত্তর সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে সালাত ও সালাম আরয করে, যারা একবার আসবে তারা কিয়ামত পর্যন্ত আর হাজির হতে পারবে না, কেননা ফেরেশতাদের সংখ্যাই এত বেশি যে, যদি এই পালা না লাগানো হতো তবে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কোটি কোটি ফেরেশতাদের উপস্থিতির আশা থেকে যেতো, আর এই দরবার হলো ঐ মহান দরবার,

www.dawateislami.net

যেখানে কোন নিরাশা ও হতাশা নেই, সবাইকেই প্রদান করা হয়, ফেরেশতা যারা গুনাহ থেকে পবিত্র এবং নিষ্পাপ, তাঁরা তো শুধু একবার হাজিরীর অনুমতি পেয়েছে অথচ গুনাহগার উম্মত যদি মদীনা শহরে সারা জীবনই কাটাতে চায়, তবে এতে তার অনুমতি রয়েছে, বাধা দেয়ার কেউ নেই। আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত, মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:

মদীনে জায়ে ফির আয়ে দোবারা ফির জায়ে
ইসি মে ওমর গুযার জায়ে ইয়া খোদা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৭ পৃষ্ঠা)

আশিকে মদীনার মদীনা শরীফে আড়াই মাস অবস্থান

আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত ১৯৮০ সালে মদীনার সফরে শাওয়াল শরীফ থেকে যিলহজ্জ শরীফের শেষ বা মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাস নিজের জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলি আরবের পরিবেশে অতিবাহিত করার পর যখন মদীনায়ে পাক থেকে বিচ্ছেদ হতে লাগলেন, তখন তাঁর জন্য ঐ সময়টি অনেক বড় দুর্ঘটনার চেয়ে কম ছিল না, তিনি মদীনায়ে পাকের বিচ্ছেদে অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন আর কীভাবে ব্যথিত হবেন না। এমন হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টির সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে, মদীনায়ে পাক থেকে কোন সত্যিকার আশিকে রাসূলের জাহেরী বিচ্ছেদ সহজ নয়, যখন মদীনায়ে পাক থেকে বিচ্ছেদের সময় ঘনিয়ে আসে, তখন আশিকে রাসূলের অন্তর ফেটে যায়, সেই প্রাচীর, সেই মসজিদে নববী ও সবুজ গম্বুজ ও মিনার ছাড়তে মন চায় না। চিৎকার করে কাঁদতে মন চায়, বরং মন চায় যে, এখানেই যদি ঈমান ও নিরাপত্তার

www.dawateislami.net

সহিত জান্নাতুল বকীতে কল্যাণ সহকারে দুই গজ জমি পেয়ে যাই এবং জীবনের আকাংখা পূরণ হয়ে যাবে।

তায়্যিবা সে লৌটনা কিসি আশিক সে পুচিয়ে
এ্যয়সা লাগে কেহ রুহ বদন সে গুযার গেয়ি

আরেক কবিও কতইনা সুন্দর বলেছেন:

দিল তড়প জায়েগা এ্যয় যায়িরে বাতহা তেরা
তেরি জিস ওয়াক্ত মদীনে সে জুদায়ী হোগী

মাহজুরে মদীনার (অর্থাৎ মদীনা থেকে বিচ্ছেদ হওয়া ব্যক্তির) অবস্থা

মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বিচ্ছেদের সময় যিয়ারতকারীদের যে অবস্থা হয়, তা জিজ্ঞাসা করো না, মদীনার প্রাচীর থেকে বিচ্ছেদ ব্যথিত করে। আমি মসজিদে নববী শরীফের চৌকাঠ জড়িয়ে ধরে মানুষকে কাঁদতে দেখেছি।

বদন সে জান নিকালতি হে আহ সীনে সে
তেরে ফিদায়ী নিকালতে হে জব মদীনে সে

অধম তৃতীয়বার হজ্জের সময় বিদায় বেলায় মদীনার দেয়ালকে আরয করেছিলাম:

জা রাহা হে আব হামারা কাফেলা
এ্যয় দার ও দিওয়ারে শাহরে মুস্তফা
ইয়াদ তেরী জিস ঘড়ি ভি আয়েগি
হে একিন দিল কো বহুত তড়পায়েগি

(মিরআতুল মানাজীহ, ২/৫০৬)

www.dawateislami.net

কালাম: আল বিদা তাজেদারে মদীনা

আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত মদীনার বিরহে কাঁদতেন। সেই দিনগুলোতে তিনি মদীনায় নিজের দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তরের অনুভূতি আপন দয়ালূ আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশ্রয়স্থল দরবারের একেবারে সোনালী জালির সামনে কাঁদতে কাঁদতে কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন। প্রায় অর্ধ শতক (অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর) হতে চলেছে, এই কালাম নিজের মাঝে এমন বেদনা ও ভাবাবেগ ধারন করে যে, এখনও যদি কেউ পড়ে তবে চোখে পানি এসে যায়। আপনারাও এই আল বিদার পংক্তিগুলো পড়ুন:

আহ! আব ওয়াক্তে রুখচত হে আয়া
আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা[১]

আহ আব ওয়াক্তে রুখচত হে আয়া — আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা
সদমায়ে হিজর কেয়সে সাহোঙ্গা — আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা
বে করারী বাড়তী জা রাহি হে — হিজর কি আব ঘড়ি আ'রাহি হে
দিল হুয়া জাতা হে পারা পারা — আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা
কিস তরহা শওক সে মে চলা থা — দিল কা গুনচা খুশি সে খিলা থা
আহ! আব ছুটতা হে মদীনা — আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা
কুয়ে জানাঁ কি রাঙ্গে ফাযাও! — এ্যয় মুয়াত্তার মুয়াম্বার হাওয়াও!
লো সালাম আখেরী আব হামারা — আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা
কাশ! কিসমত মেরা সাথ দেতী — মউত ভি ইয়াওয়ারী মেরী করতি
জান কদমোঁ পে কুরবান করতা — আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা

১. ১৯৮০ সালের মদীনার সফরে এই কালামটি লিখার পর ২০২৪ সাল পযর্ন্ত এই কালামে কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

সুযে উলফত সে জলতা রাহো মে
চাহে দিওয়ানা সমঝে যামানা
মে জাহাঁ ভি রাহোঁ মেরে আক্বা
ইলতিজা মেরী মাকবুল ফরমা
কুছ না হুসনে আমল কর সাকা হোঁ
বস এহি হে মেরা কুল আসাস
আঁখ সে আব হুয়া খুন জারি
জলদ আত্তার কো ফির বুলানা

ইশক মে তেরে ঘুলতা রাহো মে
আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা
হো নযর মে মদীনে কা জলওয়া
আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা
নযর চান্দ আশক মে কর রাহাহো
আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা
রুহ পর ভি হুয়া রঞ্জ তারি
আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল বিদা কালামের মকবুলিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে তাঁর প্রকৃত প্রেমিকের এই আল বিদা মকবুল হয়ে গেলো, তা এমনভাবে যে, যখন আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত এই আল বিদা লিখেন, তখন একজন আশিকে রাসূলের স্বপ্নে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়ে গেলো। যেমন,

বাবুল ইসলামের (সিন্ধু প্রদেশ) বিখ্যাত শহর হায়দারাবাদের যুবক দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ আব্দুল কাদির আত্তারী নেকীর দাওয়াত প্রচারে ব্যস্ত থাকতো, দ্বীনি কাজের এমন প্রেরণা ছিলো যে, প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন মসজিদে গিয়ে ফয়যানে সুন্নাত থেকে ৬টি দরস দিতো। যোহরের সময় দু'টি দরস দিতো, একটি দেড়টার নামাযে আর অপরটি ২:০০ টার জামাআতের পর। সে রমযানুল মুবারক ১৪০৮ হিজরীতে ওমরার সৌভাগ্য অর্জন করে, রমযানুল মুবারকে জুমাতুল বিদার দিন যুবক অবস্থায়

www.dawateislami.net

ইন্তিকাল করে। তার বড় ভাই বলেন যে, একবার আব্দুল কাদির ভাইয়ের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হলো, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ইলইয়াস কাদেরীকে আমার সালাম বলবে এবং বলবে যে, তুমি যেই "আল বিদা তাজেদারে মদীনা" কসীদা লিখেছো, তা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে এবং বলবে যে, এবার যখন মদীনায় আসবে তখন কোন নতুন "আল বিদা" লিখবে আর সম্ভব না হলে তবে সেই আল বিদা শুনিয়ে দিতে।

সোনালী জালির সামনে শেষ হাজিরী

যখন সেই ব্যাথাভরা মুহূর্ত এলো যে, এখন মদীনা তায়্যিবা থেকে বিদায় নিতেই হবে, আমীরে আহলে সুন্নাত প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে বিদায়ী হাজিরী এবং যেন ফিরে যাওয়ার অনুমতি নিতে উপস্থিত হচ্ছেন, তখন মন বেদনায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। কদম উঠছে না, জোড়করে তোলা হচ্ছে। তাঁর উপর শেষ হাজিরীর জন্য নূরানী রওযার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় এমন দিওয়ানা পূর্ণ অবস্থা ছিল যে, সামনে আসা সবকিছুকে অনিচ্ছাকৃতভাবে চুম্বন করে নিতেন, এমনকি ফুল, গাছ, পাতাকেও চুম্বন করতেন। এরূপ দিওয়ানা পূর্ণ অবস্থায় যখন তিনি একটি চারাকে চুম্বন করার জন্য ঝুঁকলেন তখন এর সাথে থাকা একটি মদীনার কাঁটা যেন সামনে এগিয়ে তাঁর গায়ে লাগলো এবং চোখের পাতায় বিদ্ধ হলো আর সামান্য রক্ত বের হয়ে এলো। তাজা মদীনার ক্ষত নিয়ে মসজিদে নববী শরীফে প্রবেশ করলেন এবং অস্তির অবস্থায় বিদায়ী সালাম আরয করতে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন এবং অনেক কেঁদে কেঁদে বিনীতভাবে বিদায়ী সালাম ও কালাম উপস্থাপন

www.dawateislami.net

করেন। বিদায়ী সালাম এবং ফিরে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে উল্টো পায়ে ফিরে এলেন। জি! উল্টো পায়ে, কেননা এটি হলো ঐ পবিত্র দরবার যেখানে পিঠ করাও আশিকে রাসূলের জন্য বেআদবী। তিনি এই দুঃখ ও বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে আসছিলেন, হজ্জের সময় ছিলো, সারা পৃথিবীর হাজীরা মদীনায়ে পাকে হাজির হচ্ছিলো, লোকেরা এই আশিকে মদীনাকে দেখছিলেন যে, জানিনা ইনি কাঁদছে কেন, এমন সময় স্বদেশী একজন সামনে এগিয়ে জিজ্ঞাসাই করে নিলেন: ভাই সাহেব! কি হয়েছে? আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন? একনিষ্ঠ আশিকের অন্তরে এই প্রশ্নটি "কাটা গায়ে লবণ ছিটার চেয়ে কম ছিলো না" এটা ঐ ক্ষত ছিলো, যা কপালের চোখে নয় অন্তরের চোখে দেখানোর মতো ছিলো, আশিকে মদীনা নিজের অন্তরের অবস্থা তাকে কিভাবে দেখাবে এবং বলবে, তার প্রশ্নের উত্তর চোখের ভাষায় (অশ্রু দ্বারা) দেয়ার ছিলো, তিনি কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলেন: আমি মদীনা থেকে ফিরে যাচ্ছি। মদীনার প্রেম ও মদীনা ওয়ালা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের স্বাদ সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি এর স্বাদ অনুমান করতে পারবে না, কেননা যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ইশকে রাসূলের সূধা পান করেছে, তাঁর এবং যে কখনো এমনটি পড়েনি, দেখেনি বা শোনেনি তার অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতালের চেয়ে বেশি পার্থক্য হয়ে থাকে। আশিকে মদীনার জন্য এই সময়টা ছিল হৃদয়ে বেদনার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার মতো, এই বিষয়টি একজন শায়ের খুবই সুন্দর ভঙ্গিতে বর্ণনা করেন:

ইয়ে তো তায়্যিবা কি মাহাব্বাত কা আচর হে ওয়ারনা
কোন রোতা হে লেপট কর দার ও দিওয়ার কে সাথ

www.dawateislami.net

তুমি যাচ্ছো না, আসছো

প্রিয় নবীর দরবার থেকে বিদায় নিয়ে আশিকে মদীনা তাঁর পীর ও মুর্শিদের খেদমতে উপস্থিত হলেন, মুরীদের মাঝে থাকা উত্তম স্বভাব পীর ও মুর্শিদের বদৌলতেই অর্জিত হয়ে থাকে, আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনার বিরহের উপহারও পীর ও মুর্শিদের দরবার থেকেই পেয়েছেন, তো আশিকে মদীনা তাঁর বিরহ ও বেদনা উপশমের জন্য কাঁদতে কাঁদতে "চোখ মলতে মলতে" স্তব্ধ অবস্থায় সায়্যিদী মুর্শিদী, শায়খুল আরব ও আযম, খলিফায়ে আলা হযরত, কুতবে মদীনা আলহাজ্ব যিয়াউদ্দীন মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মহান আস্তানায় পৌঁছলেন এবং পীর ও মুর্শিদের কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন। এই আল্লাহ ওয়ালা আশিকে মদীনার অন্তরের অবস্থা জানতেন এবং তিনিই এই ক্ষততে মলম দিতে পারতেন। সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মুরীদ আমীরে আহলে সুন্নাতের বেদনাগ্রস্থ অন্তরের নিরাময় করে দিলেন:

হোঁ যিয়াউদ্দীন কা আদনা গদা
মেরে মুর্শিদ কা সখী দরবার হে

তা এভাবে যে, যখন সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কী হয়েছে? তিনি আরয করলেন: হুযুর! আজ আমি মদীনা শরীফ থেকে বিদায় নিচ্ছি। হযরত মমতার হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন: "আপনি মদীনা থেকে যাচ্ছেন না বরং আসছেন।"

দুঃখ ও বেদনায় নিমজ্জিত অবস্থায় আশিকে মদীনা সাথেসাথেই বুঝলেন না যে, পীর ও মুর্শিদের এই মহান বাণীতে কী রহস্য লুকিয়ে

www.dawateislami.net

আছে, যেহেতু কামিল ওলীর মুখ মুবারক থেকে বের হয়েছে এবং নিশ্চয়ই বড়দের কথা বড় হয়ে থাকে, অতঃপর এই ১৯৮০ সালে মদীনা সফরের পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দশবারের মতো আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র মদীনায় হাজিরীর সুসংবাদ পেয়েছেন। পীর ও মুর্শিদের এই মুবারক বাণী "আপনি মদীনা থেকে যাচ্ছেন না বরং আসছেন" এর এটাই উদ্দেশ্য ছিলো। আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর পীর ও মুর্শিদের এই মুবারক বাক্যটিকে কাব্যাকারে বর্ণনা করেছেন এভাবে:

মুর্শিদ নে কাহা, তু নেহী জা'রাহা
বালকে হে আ'রাহা মে মদীনে মে হোঁ

মদীনার স্থায়ী ভিসা লাগানোর অফার

আশিকে মদীনার এক বন্ধু যিনি মদীনায়ে পাকেই থাকতেন, আমীরে আহলে সুন্নাতকে খুবই ভালোবাসতেন, তিনি তাঁকে অফার করেছিলেন যে, আমি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযার দিকে হাত করে বলছি, আপনি হ্যাঁ বললে আমি মদীনা শরীফে আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং আপনাকে স্থায়ী ভিসা লাগিয়ে দিচ্ছি। আশিকে মদীনা যদিও মদীনার ভালোবাসার সূধা পান করে নিয়েছিলেন কিন্তু নিজের মনের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে শাহানশাহে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার প্রেরণা পোষণ করতেন, তাঁর এই প্রেরণার প্রতি লাখো সালাম যে, তিনি তাঁর সেই বন্ধুকে বলেছেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার পাকিস্তানে যেভাবে দ্বীনের খেদমত করার সৌভাগ্য হচ্ছে, এখানে আপাতদৃষ্টিতে এভাবে সম্ভব নয়, অতএব আমি এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারব না, যেন তাঁর অবস্থা খলিফায়ে আলা হযরত, মুহাদ্দিসে

www.dawateislami.net

আযম হিন্দ, হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আশরাফী জিলানী কচ্ছুচ্ছুভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই পংক্তিটির মতো ছিলো:

মদীনে কা কুছ কাম করনা হে সৈয়দ
মদীনে সে বাস ইস লিয়ে জা'রাহা হো

(ফরশ পর আরশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

দ্বীনের খেদমতের অতুলনীয় প্রেরণা

হে আশিকে মদীনা! এখানে একটি কথা বলে রাখি যে, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে বড় প্রেমিক ছিলেন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই দুনিয়া থেকে জাহেরীভাবে ইন্তিকাল করলেন তখন মদীনায়ে পাকে উপস্থিত হাজারো সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দ্বীন ইসলাম এবং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী প্রচারের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চলে গেছেন অতঃপর সারা জীবন নেকীর দাওয়াতে কাটিয়েছেন, যার একটি বড় উদাহরণ হল, বিদায় হজ্জের সময় এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উপস্থিত ছিলেন। অথচ মদীনায়ে পাকের বিখ্যাত কবরস্থান "জান্নাতুল বকী শরীফে" মাত্র দশ হাজার সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাযার শরীফ রয়েছে। কিছু সাহাবীর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ মাযার শরীফ পাকিস্তানে তো কেউ হিন্দুস্থানে আরাম করছেন, কোন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র মাযার তুরস্কে তো কোন সাহাবীয়ে রাসূলের মাযার শরীফ চীনে আলো ছড়াচ্ছে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাতের বার্তা প্রচার করেছেন।

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদের সম্পর্কে আশিকে মদীনার অনুভূতি

১৯৮০ সালে মদীনা সফরের সময় দাওয়াতে ইসলামী গঠিত হয়নি, কিন্তু আশিকে মদীনার দ্বীনে ইসলামের খেদমতের প্রেরণা উচ্চ পর্যায়ের ছিল। তিনি তখনও বিভিন্নভাবে কিছু মানুষ জড়ো করে দ্বীনের কাজ করতেন। প্রকৃত আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত নেকীর দাওয়াতের চেতনায় নিবেদিত এবং সারা দুনিয়ার মানুষের মাঝে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বহুবার দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদেরকে কিছুটা এভাবে মাদানী ফুল দ্বারা ধন্য করেছেন যে, আপনারা সারা বছর মদীনায়ে পাকের হাজিরী দিন, হজ্জ করুন, ওমরা করুন কিন্তু রমযান শরীফে মসজিদে নামাযীদের অনেক বড় সংখ্যা এমন আসে যে, যারা সারা বছর মসজিদের দিকে আসেনা যদি সকল দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারগণ নেকীর দাওয়াত দেয়ার এমন গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যে মদীনায় চলে যায় তবে এদেরকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের আমলকারী কে বানাবে? কে এদেরকে পাক্কা নামাযী ও প্রকৃত আশিকে রাসূল বানাবে? আমি দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদেরকে আবেদনই করতে পারবো, মদীনায় হাজিরীর আরো অনেক সুযোগ রয়েছে, আচ্ছা একবার রমযানে মদীনার সৌভাগ্য অর্জন করে নিন।

এই উদাহরণটিকে এভাবে বুঝে নিন যে, এমন অনেক ব্যবসায়ী রয়েছে যাদের সিজন রমযান শরীফ বা ঈদুল ফিতর হয়ে থাকে, যেমন মিষ্টি প্রস্তুতকারক, দর্জি ইত্যাদি। যদি আপনি তাদেরকে ফ্রিতেও রমযানে মদীনার (অর্থাৎ রমযান শরীফে ওমরাহ করার) টিকিট দেন, তবুও তারা

www.dawateislami.net

যাবে না, কারণ তারা জানেন যে, এই দিনে কাজ করে আমরা সম্ভবত দশটি টিকিটের টাকা উপার্জন করে নিব, মদীনায়ে পাক অন্য কোন মাসে চলে যাবো, যখন দুনিয়ার নিকৃষ্ট টাকা উপার্জনের চেতনাধানীরা ফ্রিতেও রমযানে মদীনার সৌভাগ্য পায় না তবে সারা দুনিয়ায় নেকীর দাওয়াত প্রসারকারী এবং সারা দুয়িনার মানুষের সংশোধনের চেতনাধারীরা এই মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিজের দেশে এই গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যে নেকীর দাওয়াতের জন্য কেন অবস্থান করবে না? اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর অধিনে হওয়া শেষ দশদিন ও পুরো রমযান মাসের ইতিকাফে হাজার হাজার ইতিকাফকারী মসজিদে আসে, যদি যিম্মাদারগণ রমযানে মদীনায় চলে যায়, তবে এই ইতিকাফকারীদের মধ্যে পথহারাকে কে সংশোধন করবে? এতে বিদ্যমান শুধুমাত্র রমযান শরীফের নামাযীদেরকে সারা বছরের নামাযী কে বানাবে? তাদেরকে সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিতকারী কে বানাবে? আল্লাহ পাক যেন আমার কথা সবার অন্তরে বসিয়ে দেয়। এই ব্যাপারে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা পড়ুন এবং নিজের মাঝে নেকীর দাওয়াতের প্রেরণা সৃষ্টি করুন:

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকত সর্বত্র রয়েছে

একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি মদীনায়ে পাকে রওযায়ে আনোয়ারে উপস্থিত হলাম, তখন আমি একটি বিশেষ অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম এবং আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার ইচ্ছা ছিল যে, মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পর যেন আমার দেশে ফিরে যাওয়া নসীব না নয়, এতে নূরানী কবর থেকে আওয়াজ এলো: যদি আমি আমার এই কবরে বন্দী হতাম, তবে এখানে আগত সকলের

www.dawateislami.net

এখানেই অবস্থান করা উচিত ছিলো আর যদি আমি সর্বাবস্থায় আমার উম্মতের সাথে থাকি, তবে তোমার নিজের শহরে ফিরে যাওয়া উচিত। সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একথা শোনে আমি আমার দেশে ফিরে গেলাম। **(আল ইবরিয, ২/৮৮)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পায়ে তাবলিগে সুন্নাত তু জাহাঁ রাখে মাগার এ্যয় কাশ!
মে খোয়াবোঁ মে পৌঁহচতা হি রাহোঁ আকসর মদীনে মে

যেন বাড়িতে কারো ইন্তিকাল হয়ে গেছে

আশিকে মদীনা ও শাহে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পীর ও মুর্শিদের খেদমতে বিদায়ী হাজিরী দেয়ার পর নিজের বাসভবনে এলেন, যেহেতু সেখানে অবস্থানকালে কিছু লোকের সাথে পরিচয় হয়ে গিয়েছিলো এবং লোকেরা তাঁর সাথে দেখা করতে আসছিল, অথচ আশিকে মদীনার অন্তরের অবস্থা এমন ছিলো যে, যেন বাড়িতে কারো ইন্তিকাল হয়ে গেছে এবং মানুষ সমবেদনা জানাতে আসছে, অবশেষে সেই ক্ষণ এল যখন আশিকে মদীনা মদীনার বিরহ নিয়ে গাড়িতে বসে জেদ্দা শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, যেনো এই পংক্তি মুখে ছিলো:

রওযে কি জালি দিল মে বাসালোঁ তন মন ধন সব উন পর লুটাদোঁ
ওয়াক্তে যিয়ারত যায়ির কে দিল মে হোতে হে কিয়া জযবাত না পুছোঁ

www.dawateislami.net

জেদ্দা শরীফে হাজিরী এবং নামাযের চিন্তা

১৯৮০ সালে মদীনা সফরের শেষ রাতে আশিকে মদীনা, মদীনায়ে পাক থেকে বিদায় নিলেন, গাড়ি দ্রুত গতিতে জেদ্দা শরীফের দিকে ছুটছিলো যে, জেদ্দা শরীফ থেকে অল্প দূরত্বে থাকা অবস্থায় আশিকে মদীনার দৃষ্টি আকাশের দিকে পড়লো তখন অনুভব করলেন যে, ফজরের সময় শুরু হয়ে গেছে। মদীনার বিচ্ছেদের বিরহ আপন জায়গায় ছিল এবং ফরজ নামাযের প্রেরণাও অটুট ছিল, তিনি উঠলেন এবং **"নামাযের সময় হয়ে গেছে!", "নামাযের সময় হয়ে গেছে!"** বলে আওয়াজ দিতে শুরু করলেন। দাওয়াতে ইসলামী শুরুর আগে থেকেই ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ "ফজরের জন্য জাগানো" এ তিনি অভ্যস্থ ছিলেন। আশিকে মদীনার ফজরের নামাযের জন্য করা আহ্বানে কেউ সাড়া দিলো না, তিনি ড্রাইভারের নিকট গেলেন এবং তাকে গাড়ি থামাতে বললেন যে, ফজরের সময় হয়ে গেছে। আহ! বঞ্চনার চরম পরিহাস যে, সেও কোনরূপ সহযোগিতা করলো না। তাঁর মন খুবই বিষন্ন হয়ে গেল এবং নিজের সীটে এসে বসে গেলেন, কিছুক্ষণ পর আবারো আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন উজ্জলতা বেড়ে গিয়েছিলো। আশিকে মদীনা আরো একবার সাহস করলেন এবং হাজীতে পূর্ণ বাসকে নামায পড়ার দাওয়াত দিলেন কিন্তু কেউ বিশেষ কোন মনযোগ দিলো না। অসহায়ত্বের চরম পরিহাস যে, না ড্রাইভার গাড়ি থামালো আর না কেউ নামাযের জন্য নামলো। হজ্জের পর ইবাদত ও রিয়াযতের আগ্রহ বেড়ে যাওয়ার পরিবর্তে হাজী সাহেবরা খরগোশের ঘুমের মজা নিচ্ছেলো, ঘুম এমন যে, কেউ জাগতেও প্রস্তুত নয়। আশিকে মদীনার অন্তর মদীনার বিরহে আগে থেকেই অস্থির

www.dawateislami.net

ছিল, এখন এই ব্যাপারে বেদনা যে, বসে বসে কিভাবে ফজরের নামায কাযা হবে, হজ্জের সফরের মতো এ উপলক্ষেও অযুর জন্য পানির বোতল তাঁর সাথে ছিল, কিন্তু বাসে অযু কিভাবে করবে, যাক কি আর করা কোনভাবে তায়াম্মুম করে সীটে বসে বসেই নামায আদায় করলেন, এছাড়া আর কিইবা করা যেত, কিছুক্ষণের মধ্যেই জেদ্দা শরীফ এসে গেলো, হয়তো ড্রাইভার এই ভেবে গাড়ি থামায়নি যে, জেদ্দা শরীফে পৌঁছেই নামায আদায় করবে, যদিও এমনটি করা উচিত নয়, বিশেষ করে ফজর, আসর এবং মাগরিবে, কেননা এগুলোর সময় কম হয়ে থাকে, গন্তব্যে পৌঁছতে পৌঁছতে রাস্তায় কোথাও গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে তবে নামায, অযুর জন্য যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হবে, অতএব সফরের সময় প্রথম সুযোগেই থেমে নামায আদায় করে নেয়া উচিত। জেদ্দা শরীফের স্টপেজে গাড়ি থামতেই আশিকে মদীনা দ্রুত নেমে গেলেন, নিজের মালামাল ফুটপাতে রেখে পানির বোতল বের করে অযু করে ফজরের নামায আদায় করলেন এবং সালাম ফিরিয়েই ঘড়ি দেখে সময় নোট করে নিলেন। সেই সময় এখনকার মতো নামাযের সময়সীমার কোন অ্যাপ বা নেট সিস্টেম ছিলো না।[১] পরে যখন ক্যালেন্ডারের সাথে ফজরের সময় মিলিয়ে দেখলেন তখন জানা গেল যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ফজরের নামায সময়মতোই আদায় হয়েছিলো। এই নেয়ামতের আনন্দও দেখার মতো ছিলো। আহ!

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর সময় নিরুপন মজলিশ আইটি বিভাগের সহযোগিতায় “Prayer Times” অ্যাপ বানিয়েছে, কম্পিউটার সফটওয়ারের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় ২৭ লাখ স্থানের আর মোবাইল অ্যাপলিকেশনের মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার স্থানের জন্য বিশুদ্ধ নামাযের সময় ও কিবলার দিক সহজেই নির্ণয় করা যায়। এই অ্যাপলিকেশনটি ইনস্টল করতে QR Code স্ক্যান করুন।

www.dawateislami.net

আমাদেরও যেনো আমাদের নামাযের এরূপ চিন্তা নসীব হয়ে যায়। আশিকে মদীনা সেখান থেকে তাঁর এক বন্ধুর নিকট পৌঁছলেন, কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন অতঃপর.... করাচি পাকিস্তান।

রোতা হোয়া পৌঁহচা থা রোতা হোয়া লৌটা থা
হে ওয়াসাল কি দো ঘড়িয়াঁ ফির হিজরে মদীনা হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫০৩ পৃষ্ঠা)

মদীনা থেকে ফিরে আসা লোকদেরকে রযার বার্তা

আমার আক্বা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনায়ে পাক থেকে ফিরে আসা মদীনার যিয়ারতকারীদের বলেন: বিদায়ের সময় মুয়াহাজায়ে আনোয়ারে উপস্থিত হবেন এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বারবার এই নেয়ামত (অর্থাৎ মদীনায়ে পাকের হাজিরী) দান করার প্রার্থনা করুন এবং কাবায়ে মুয়াজ্জমা থেকে বিদায়ের সমস্ত শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন আর একাগ্রচিত্তে দোয়া করবেন যে, ইলাহী! ঈমান ও সুন্নাতের উপর মদীনায়ে তায়্যিবায় মৃত্যু ও বকীয়ে পাকে দাফন নসীব করো।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَابْنِهٖ
وحِزْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اٰمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১০/৭৬৯)

www.dawateislami.net

বিদায়ের সময় আবেদন

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তৃতীয়বারের হজ্জে মদীনায়ে পাক থেকে বিদায়ের সময় আল ওয়াদা লিখেছিলেন, অধ্যয়নের আগ্রহের জন্য তা উপস্থাপন করা হলো:

আল ওয়াদা এ্যয় সবজ গুম্বদ কে মাকিঁ
আল ফিরাক এ্যয় রাহমাতুলল্লিল আলামিঁ
আল ওয়াদা এ্যয় মাযহারে যাতে খোদা
আল ফিরাক এ্যয় খালাক কে মুশকিল কোশা
আল ওয়াদা এ্যয় শেহরে পাকে মুস্তফা
আল ফিরাক এ্যয় মাহবিতে ওহীয়ে খোদা
জা'রাহা হে আব হামারা কাফেলা
এ্যয় দর ও দিওয়ারে শেহরে মুস্তফা
ইয়াদ তেরী জিস ঘড়ি ভি আয়েগি
হে একিন দিল কো বহুত তড়পায়েগি
এ্যয় দিলোঁ কে চায়ন এ্যয় পেয়ারে নবী
লো গোলামোঁ কা সালামে আখেরী
দুর সে আয়ে থে পরদেসী গোলাম
আরয করনে কো গোলামানা সালাম
আ'সতানা সে ওয়াদা হোতে হে আব
ইয়ে তো ফরমাও কেহ বুলওয়াও গে কব
চশমে রহমত সে না তুম করনা জুদা
রাখনা আপনে সায়ে মে হাম কো সদা
এ্যয় মদীনা ওয়ালো তুম সব খোশ রাহো
দামানে মাহবুব মে ফুলো ফলো

www.dawateislami.net

আরয ইতনি হে মাগার এ্যয় দোসতো!
ইয়াদ হাম কো ভি কভী কর লিজিও
আ'খেরী দিদার হে এ্যয় যায়িরো
খোব জি ভর কর ইয়ে গুম্বদ দেখ লো
কিয়া খবর হে খোব দিল মে সোচ লো
ফির মুকাদ্দার মে হো আ'না ইয়া না হো
ইয়ে কোয়ি দম মে চুপা জাতা হে আব
ফাসেলা কোসোঁ হোয়া জাতা হে আব
ফির কাহা তুম অউর কাহা ইয়ে দোসতো
দীদে আ'খির কো গনিমত জান লো
হে দোয়া সালিক কি এ্যয় বারে খোদা
জীন্দেগী মে ফির মদীনা দে দেখা

(দিওয়ানে সালিক, ১২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিদায় তাজদারে মদীনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন কোনো ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন, তখন তার হাত ধরতেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়তেন না, যতক্ষণ সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত ছেড়ে দিতো না আর ইরশাদ করতেন: আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার শেষ আমল আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি এবং একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, শেষ পরিণতির আমল।

(তিরমিযী, ৫/২৭৭, হাদীস: ৩৪৫৩)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সফরে যাওয়ার সময়

www.dawateislami.net

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হতেন এবং এই মহান দরবার থেকে বিদায় নিতেন, সেই সময়টি এতে আলোচিত হয়েছে, এখনো যিয়ারতকারীরা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ফিরার সময় শেষ সালামের জন্য নূরানী রওযায় হাজির হয়ে আরয করেন: "আল ওয়াদা, আল ওয়াদা, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল ফিরাক আল ফিরাক ইয়া হাবিবাল্লাহ" আমি একটি বিদায়ী কাসিদা আরয করেছিলাম, যার কয়েকটি পংক্তি হলো:

দুর সে আয়ে থে পরদেসী গোলাম
আরয করনে কো গোলামানা সালাম
আ'সতানা সে ওয়াদা হোতে হে আব
ইয়ে তো ফরমাও কেহ বুলওয়াও গে কব
চশমে রহমত সে না তুম করনা জুদা
রাখিও আপনে সায়ে মে হাম কো সদা

মুফতি সাহেব আরও বলেন: এটা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দয়া ও অনুগ্রহের শান যে তিনি, গোলামদের হাত নিজে থেকে ছাড়তেন না, এখনও তিনি আমরা গুনাহগারদের নিজে ছাড়েন না, আল্লাহ পাক তাঁর কদমের সাথে সম্পৃক্ত করুন। এই দোয়ায় উচ্চমানের ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে, হে মদীনায় আমার পাশে অবস্থানকারী, এখন পর্যন্ত তুমি আমার ছায়াতেই ছিলে যে, প্রত্যেক সমস্যা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে, সকল সমস্যার সমাধান আমার থেকে নিতে, এখন তুমি আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছো যে, সকল চাহিদায় আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না, তো তোমার সকল কাজ আল্লাহর নিকট সমর্পন করে দিলাম। কিরূপ প্রিয় দোয়া এবং কিরূপ মুবারক বিদায়! **(মিরআতুল মানাজীহ, ৪/৪৩)**

www.dawateislami.net

মসজিদে মায়েদা

মসজিদে বনি জাফরের নিকটই "মসজিদে মায়েদা" অবস্থিত ছিল। বর্ণিত আছে যে, এটি সেখানেই বানানো হয়েছিলো, যেখানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে মুবাহালার জন্য নির্বাচন করেছিলেন এবং যে জায়গায় সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য কাঠ গেঁথে নিজের চাদর দ্বারা ছাউনির ব্যবস্থা করেছিলেন আর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের সাথে সেখানেই তাশরীফ নিয়েছিলেন। একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এই স্থানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও পবিত্র আহলে বাইতদের জন্য জান্নাত থেকে 'পাঁচটি বাটিতে' খাবার অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই একে "মসজিদে পাঞ্জ পেয়ালা"ও বলা হয়। এখানে আশিকানে রাসূল স্মৃতি হিসেবে গম্বুজ বানিয়েছিল। ১৪০০ হিজরীতে সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ সেই পবিত্র স্থানের জীর্ণ বাড়ির যিয়ারত করেছি, গম্বুজ ইত্যাদি ছিল না এবং এটি লেখার সময় ফাঁকা জায়গা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আশিকানে রাসূলের জন্য সেই পরিবেশের যিয়ারত করে ইশকে রাসূলে মন পোড়ানোও অনেক বড় সৌভাগ্য। **(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী, ৩০৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

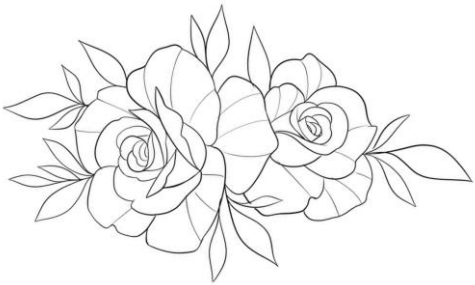

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه / খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مَدَّظِلُّهُ الْعَالِی এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। مَاشَاءَ اللّٰه الْكَرِيْم! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه / খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net